দৈনিক
ইত্তেফাক

17 FEB 2017

শিক্ষার্থীদের বাঙালি সংস্কৃতির পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার আহ্বান

রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন

■ রাবি সংবাদদাতা

'বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করার মধ্য দিয়ে পেশীশক্তির রাজত্ব কায়েম করেছে প্রশাসন। ১৯৭৩'র এ্যাক্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে পাঁচজন নির্বাচিত ছাত্রনেতা উপস্থিত থাকার কথা কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ থাকার কারণে ছাত্রনেতারা সেখানে থাকেন না। তাহলে আমারা বলতেই পারি ছাত্রনেতাদের উপস্থিতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সকল সিদ্ধান্ত অবৈধ।' গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পিছনে রাবি ছাত্র ইউনিয়নের ৩০তম সম্মেলনে এসব কথা বলেন বক্তারা। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আবদুস সালাম। উদ্বোধন শেষে গ্রন্থাগারের পিছন থেকে একটি র‍্যালি বের করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় সেখানে এসে শেষ হয়।

রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মিনহাজুল আবেদিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান সুহানের সঞ্চালনায় সম্মেলনে বক্তব্য দেন, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জি এম জিলানী, সহ-সভাপতি লিটন নন্দী, রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সুমনা সরকার ঝুমুর, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, রাবি ছাত্রফেডারেশনের সভপতি কিংশুক কিঞ্জল, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক দিলীপ রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সহ-সভাপতি তাসনুভা তাহরীন অন্তরা প্রমুখ।

সাম্প্রতিক প্রাইমারি ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের বাঙালি সংস্কৃতির পাঠ্যপুস্তক দিতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পাঠ্যপুস্তক দিতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান নয়, তথ্য প্রযুক্তিকে জ্ঞানে রূপান্তর করতে হবে। তাহলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। দেশের প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ থাকতে হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে নতুন নেতৃত্ব আসবে, নতুন নতুন চিন্তা আসবে।